দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 26 MAY 1994
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

ভর্তি প্রক্রিয়ায় ত্রুটি

জা'নগর ভার্সিটিতে প্রতিবছর কিছু আসন খালি থাকছে

।। সারোয়ার হোসেন ।।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবছরই বেশ কিছু আসন খালি থেকে যাচ্ছে। অথচ ছাত্রছাত্রীদের প্রতিযোগিতা করে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হয়। গত কয়েক বছরে প্রথমবর্ষ, সমান শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষায় প্রতিটি আসনের জন্য গড়ে ২৫ থেকে ৩০ জন ছাত্রীছাত্রীকে প্রতিযোগিতা করতে হয়েছে। গত ৪টি শিক্ষাবর্ষে ২শ' ৩৮টি আসন খালি ছিল। ১৯৯২-৯৩ শিক্ষাবর্ষে শতাধিক আসন খালি থাকার আশংকা করা হচ্ছে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় পুরো আবাসিক হওয়ার কারণে প্রতিবছর অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় কমসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়। গত ৪ বছরে গড়ে প্রতি শিক্ষাবর্ষে মাত্র ৬শ' করে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়েছে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষ সমান শ্রেণীর ক্লাস শুরুর মাসখানেক আগে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ করে দেয়া হয়। ক্লাস শুরুর আগে ও ক্লাস শুরুর ২/১ মাসের মধ্যে প্রতিবছরই বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চলে যায়। অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে ওইসব শূন্য আসনে ছাত্রছাত্রী ভর্তির কোন নিয়ম না থাকায় আসনগুলো প্রতিবছরই শূন্য থেকে যাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট শিক্ষাবর্ষের ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাজীবন শেষ না হওয়া পর্যন্ত দীর্ঘ ৫/৬ বছর ধরেই তা খালি থেকে যাচ্ছে।

বিভিন্ন বিভাগের সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ১৯৮৮-৮৯, '৮৯-৯০ ও '৯০-৯১ ও '৯১-৯২ শিক্ষাবর্ষে যথাক্রমে ৫৩, ৩৫, ৭২ ও ৭৮টি আসন নষ্ট হয়েছে। '৯২-৯৩ শিক্ষাবর্ষেও শতাধিক আসন নষ্ট হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট সূত্রে চলতি '৯৩-৯৪ শিক্ষাবর্ষেও ভর্তির নিয়মে মৌলিক কোন পরিবর্তন আনা যায়নি। ফলে এ শিক্ষাবর্ষেও এরকমভাবে আসন নষ্ট হবে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে ভর্তি হওয়ার পর ২/১ মাসের মধ্যেই অনেক ছাত্রছাত্রী বুয়েট, বিআইটি, মেডিক্যাল কলেজ, কৃষি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চূড়ান্তভাবে কিংবা অপেক্ষমাণ তালিকা হতে ভর্তি হয়ে চলে যায়। কিছুসংখ্যক ছাত্রছাত্রী এক সাথে দুটো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়টিতে অপেক্ষাকৃত ভাল বিভাগে যাওয়ার চেষ্টা করে। পরে সফল হলে চলে যায়। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণভাবে বিভাগ পরিবর্তনের সুযোগ না থাকায় ও অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শূন্য আসনে অপেক্ষমাণ তালিকা হতে ভর্তির ব্যবস্থা থাকায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আসনটিই নষ্ট হচ্ছে।

গত ৪টি শিক্ষাবর্ষে ২শ' ৩৮টি আসনের সবগুলোই নষ্ট হয়েছে শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট শিক্ষাবর্ষগুলোর ছাত্রছাত্রীরা প্রথম বর্ষে থাকা অবস্থায়।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, শুধুমাত্র প্রথম বর্ষেই নয়, দ্বিতীয় বর্ষেও একই কারণে কিছু আসন নষ্ট হচ্ছে। একজন শিক্ষার্থী জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে প্রথমবর্ষে পড়াশোনার পাশাপাশি আবারো মেডিক্যাল কলেজ কিংবা বুয়েটে ভর্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকে। পরে পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হলে চলে যায়। তবে এসব আসন নষ্ট প্রতিরোধের জন্য কর্তৃপক্ষের পক্ষেও কোন কার্যকর ব্যবস্থা সম্ভব নয়। একটি শিক্ষাবর্ষ পার হয়ে যাওয়ার ফলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাবর্ষে আর ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা সম্ভব হয় না।